ভারতীয় অভিলেখে ব্যবহৃত অব্দসমূহ

ভারতীয় অভিলেখসমূহ যে সর্বদা সাল-তারিখ সমন্বিত নয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। যেগুলিতে সাল-তারিখ উল্লিখিত তারাও কোনো একটি সার্বজনীন নিয়মের আওতায় পড়ে না। কারণ বিভিন্ন কালে এবং স্থানে বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে নানা ধরনের সাল অভিলেখগুলিতে স্থান পেয়েছে। কখনো রাজার রাজ্যবর্ষই কেবল উল্লিখিত, কোনো অব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক বলা হয়নি। কোথাও শুধু সংবত্ বা বর্ষ বলে সালটি উল্লিখিত, কোন্ বিশেষ সংবৎসর বা বর্ষ তা বলা

হয়নি। আবার কখনো প্রথিত কোনো অব্দের সাহায্যে কালোল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, গুপ্ত-বলভী অব্দ, কলচুরি-চেদি অব্দ, হর্ষাব্দ, নেপাল বা নেওয়ার অব্দ, মল্লাব্দ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হই। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিক্রমাব্দ

বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবত্ শুরু হয় খ্রি.পূ. ৫৮ অব্দে। অভিলেখে ব্যবহৃত যুগ বা অব্দগুলির মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক কাল পর্যন্ত শত শত অভিলেখে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে (বঙ্গ বাদে) এই অব্দ ঐতিহাসিক পর্বে বহুল ব্যবহৃত।

খ্রিস্টিয় শতকের গোড়ায় ও অব্যবহিত পরের শতকগুলিতে এই অব্দ "কৃত" (রাজস্থানের কোটায় বড়ুওয়া স্তূপ অভিলেখ), "মালব" (প্রথম কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মার নামসমন্বিত মান্দাসোর অভিলেখ) ইত্যাদি নামে উল্লিখিত। মান্দাসোর অভিলেখে বলা হয়েছে- "মালবানাং গণস্থিত্যা"। খ্রি. নবম শতক থেকে এই অব্দকে "বিক্রমাব্দ" নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক উজ্জয়িনী থেকে শকদের উচ্ছেদের স্মারক হিসাবে বিক্রমাব্দের প্রচলন হয়েছিল – এ কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বিক্রমাব্দের প্রকৃত ঐতিহাসিক উদ্ভব বহুদিন ধরে পণ্ডিতদের বিতর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু অধুনা কিছু অভিলেখের আবিষ্কারের ফলে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত ঘটেছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে বাজ়াউর অঞ্চল থেকে পাওয়া অভিলেখটি উল্লেখযোগ্য। এটি শক শাসক "অয"-এর রাজত্বকালে উত্কীর্ণ; এটি জারি করা হয়েছিল "অতীত [মৃত] মহারাজ অয"-এর নামাঙ্কিত অব্দের ৬৩তম বর্ষে, অর্থাৎ তৎকালীন শাসক (দ্বিতীয়) "অয"-এর থেকে তাঁকে পৃথক করা হচ্ছে। সুতরাং ঐ প্রথম "অয"-ই এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুপুঙ্খসহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, প্রথম অয (Azes I) তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তি তথা শাসনকালকে সূচনা করার সময় একটি অব্দ প্রচলন করেন যা তাঁর উত্তরসূরিগণ পরবর্তী আমলে বজায় রাখেন। ব্রতীন্দ্রনাথ অয-এর নামাঙ্কিত অব্দটির সূচনাকাল নির্দেশ করেন খ্রি.পূ. ৫৮/৫৭ সাল নাগাদ। এটিই ভারতীয় ইতিহাসে বিক্রমাব্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে অভিলেখ ও পুথিতে অনেক সময় এই অব্দকে কেবল সংবত্ বা সংবত্সর বলেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

সাধারণত বিক্রমাব্দের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বছরগুলি সমতীত (expired) বলে ধরা হয়; ব্যতিক্রম বিরল। উত্তর ভারতে বিক্রমাব্দকে চৈত্রাদি ও দক্ষিণ ভারতে

কার্তিকাদি বলে গণনা করা হয়। মাসগুলি উত্তর ভারতে পূর্ণিমান্ত, দক্ষিণে অমান্ত। বিক্রমাব্দকে খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত করার জন্য লেখ্যে উল্লিখিত সাল থেকে ৫৭ বা ৫৬ বিয়োগ করতে হবে, কোন্ মাসের কথা বলা হচ্ছে তা মাথায় রেখে। আর চলতি বিক্রমাব্দের ক্ষেত্রে ৫৮ বা ৫৭ বিয়োগ করতে হবে।

শকাব্দ

শকাব্দচিহ্নিত অসংখ্য ভারতীয় অভিলেখ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণভারতে চালুক্য রাজবংশের সময় থেকেই (খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দী) শকাব্দের ব্যবহার নিয়মিত হতে দেখা যায় অভিলেখ সাহিত্যে। পশ্চিমভারতে (গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র), পূর্বভারতে (বঙ্গ, বিহার, ওড়িষা ও অসম) এবং দক্ষিণ ভারত-সংলগ্ন মধ্য ভারতেও শকাব্দের ব্যবহার বিরল নয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার (বিশেষত কম্বোডিয়া ও জাভা) অভিলেখসমূহেও কালোল্লেখের প্রচলিত পদ্ধতি ছিল শকাব্দ দিয়ে। বর্তমানে বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এখনও এর প্রচলন আছে।

এই অব্দ নানাভাবে উল্লিখিত হয়- "শক-(নৃপ)-কালে", "শক-বর্ষেষ্বতীতেষু", "শকবর্ষে", "শালিবাহন-শকে" ইত্যাদি। শেষোক্ত শব্দবন্ধটি খ্রি. দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হতে দেখা যায়। মনে হয় বিক্রমাব্দের মত শকাব্দেরও একটি ভারতীয় উৎসের সন্ধানে কিংবদন্তীর হিন্দু রাজার নাম এর সঙ্গে অনুষক্ত করা হয়েছে। প্রাচীনতম প্রামাণ্য যে আভিলেখিক উল্লেখ এই অব্দ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, তা হল সুকেতুবর্মনের বাড় (থানে জেলা, মহারাষ্ট্র) অভিলেখে। সেখানে শকাব্দ ৩২২ অর্থাত্ ৪০০ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত। পশ্চিম ক্ষত্রপ চষ্টনের বংশের অভিলেখগুলি প্রাচীনতর এবং শকাব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, স্পষ্টভাবে সেখানে শকাব্দের উল্লেখ নেই।

শকাব্দের ঐতিহাসিক উদ্ভব বিতর্কিত। তবে প্রথম কনিষ্ককেই শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন। কনিষ্ক ও তাঁর উত্তরসূরিদের অভিলেখগুলিতে যে নামবিহীন কালের উল্লেখ আছে, তাকে শকাব্দ বলেই মনে করতে হবে এবং এইগুলিই প্রাচীনতম শক বৎসর। তবে কুষাণদের কালানুক্রম সমস্যাসঙ্কুল এবং কনিষ্ক সম্পর্কিত মতবাদটিও তর্কসাপেক্ষ বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন রিচার্ড সালোমন। অজয় মিত্র শাস্ত্রীর মত তিনিও পশ্চিম ক্ষত্রপ চষ্টনকে এই গণনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা বলে অনুমান করা অসম্ভব নয় বলে মনে করেন। কিন্তু ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিম ক্ষত্রপদের মুদ্রা ও অভিলেখসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চষ্টন আসলে প্রথম কনিষ্কের প্রবর্তিত অব্দই ব্যবহার করেছেন এবং কনিষ্কাব্দই ৭৮ খ্রিস্টাব্দের সমকালীন শকাব্দ বলে গ্রহণযোগ্য।

তাঁর সিংহাসনারোহণের স্মারক হিসাবে এই অব্দ গণনা চালু হয়। এই অব্দের সঙ্গে "শক" শব্দটি সংযুক্ত হয় পরবর্তীকালে এবং এর কারণ সম্ভবতঃ শক বা শক-পহ্লব শাসকগণ সাতবাহন রাজাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পশ্চিমভারতে এই গণনাপদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন।

সাধারণতঃ অভিলেখে শকাব্দের বছরগুলিকে সমতীত (expired) বলে ধরা হলেও, খ্রি. একাদশ-দ্বাদশ শতকে চালু সংবৎসর হিসাবেও তার উল্লেখ অভিলেখাদিতে আছে। বছরগুলি চৈত্রাদি, মাসগুলি অমান্ত (উত্তরভারতে কখনো কখনো পূর্ণিমান্ত)। অনেক সময় অন্য অব্দের সঙ্গে সমবেতভাবে শকাব্দের উল্লেখ থাকে (যেমন বিক্রমাব্দ বা কল্যব্দ)। তত্ত্বগতভাবে মনে করা হয়, শকাব্দ ১ শুরু হয়েছিল ৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা চৈত্র। সমতীত শকাব্দকে খ্রিস্টাব্দে পরিণত করতে গেলে ৭৮ (পৌষের কৃষ্ণপক্ষ, মাঘ ও ফাল্গুনের জন্য) বা ৭৯ যোগ করতে হয়।

গুপ্ত-বলভী অব্দ

গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল উত্তর ভারতে, পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতের অংশবিশেষে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে (খ্রি. তৃতীয় থেকে অষ্টম শতক) এই অব্দের ব্যবহার চালু ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিম ভারতে "বলভী" নামে এর প্রচলন বজায় থাকে। গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত ছিলেন বলভীর মৈত্রক রাজারা। তাঁদের অনুষঙ্গেই এই নামকরণ হয়। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনের অবসান হলেও মৈত্রকগণ তাঁদের প্রভু গুপ্তদের দ্বারা প্রবর্তিত এই অব্দের অনুসরণ করেছিলেন। অর্বাচীনতম (গুপ্ত)বলভী অব্দ পাওয়া যাচ্ছে বেরলে (গুজরাট) থেকে পাওয়া একটি অভিলেখে। সেখানে ৯৪৫ বলভী অব্দ (= ১২৬৪ খ্রি.) উল্লিখিত। অল্ বীরুণী দুই নামেই এই অব্দকে উল্লেখ করেছেন।

এই অব্দের প্রাচীনতম কালোল্লেখের সময় "সংবত্সর" শব্দটি বা এর সংক্ষিপ্ত রূপগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনতম প্রকৃত গুপ্ত অব্দের উল্লেখ রয়েছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভ অভিলেখে। এখানে তাঁর পঞ্চম রাজ্যবর্ষ ও "কালানুবর্তমানসংবত্সর" অর্থাত্ গুপ্তদেরদ্বারা প্রচলিত অবিচ্ছিন্ন (বা একটানা প্রচলিত) সংবত্সর ৬১ উল্লিখিত। স্পষ্টতঃই ৬১ গুপ্তাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ৫ম রাজ্যবর্ষ সমাপতিত হচ্ছে। অনেক অভিলেখে স্পষ্ট করে এই অব্দকে গুপ্তাব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যেমন স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় অভিলেখে "গুপ্ত-প্রকালে গণনাং বিধায়" শব্দবন্ধের ব্যবহার। বলভী নামটির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ৫৭৪ সংবৎসরে।

প্রামাণ্য প্রাচীন কালোল্লেখ সংক্রান্ত তথ্যের অভাবে গুপ্তাব্দের ঐতিহাসিক উদ্ভব

সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে এটি সংবদ্ধ। তবে এমন মতও আছে যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ শ্রীগুপ্ত বা ঘটোত্কচ্ বা তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এই অব্দের প্রবর্তক হতে পারেন।

জে. এফ. ফ্লীট-এর গণনা অনুযায়ী গুপ্তযুগারম্ভকাল হল ৩১৯ খ্রিস্টাব্দের চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। তাঁর মতে প্রথমদিকের গুপ্তাব্দ সমন্বিত অভিলেখগুলিতে চৈত্রাদি পূর্ণিমান্ত কালপঞ্জী অনুসৃত এবং সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান বা চালু সংবৎসরের তারিখ সম্বলিত। চালু গুপ্ত সংবৎসরকে খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত করার জন্য ৩২০ বা ৩২১ যোগ করতে হবে। সমতীত বৎসরের ক্ষেত্রে ৩১৯ বা ৩২০ যোগ করতে হবে। পশ্চিম ভারতের বলভী অব্দের ক্ষেত্রে দক্ষিণের কার্তিকাদি অমান্ত পদ্ধতি অনুসৃত। এর ফলে গণনার সময় কালটি পাঁচ মাস পিছিয়ে যাচ্ছে এবং খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তনের সময় চালু সংবত্সরের ক্ষেত্রে ৩১৯/২০ ও সমতীত সংবত্সরের ক্ষেত্রে ৩১৮/১৯ যোগ করতে হচ্ছে।